ঢাকির বউ

সকলকে তিতিবিরক্ত করে হয়েই চলেছে এই পোড়ামুখী বৃষ্টি। চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে ঘরে।বাড়ির লোকটাও নেই যে চালটা ঠিক করবে। কী দেখে যে এই ঢাকির সঙ্গে বিয়ে দিল বাবা মা জানে না। বিয়ের পর একমাস সকাল -বিকাল শুধু ঢাক বাজিয়ে গেল বাড়িতে। ব্যাস, তারপর চলে গেল লোকটা। বৃষ্টি দেখছে আর ভাবছে নতুন বউ।

কলকেতা, সেখানে নাকি বিশাল বিশাল দুগ্গা পুজো হয়। যখন সব বাঙালি ঘরে ফেরে, তখন এই বাঙালি ঢাকিরা ঘর থেকে বহু দূর যায়। না গেলে? না গেলে যে ঘর চলবে না গো।

আকাশের কালো মেঘের মতো মুখটাও কালো করে আছে বউটা। মা বলেছিল পুজো-আচ্ছার দিন স্বামীটাকে প্রণাম করতে। দেখো আজ যে অষ্টমী, কিন্তু প্রণাম করা হল না। জানি না এখন কোথায় রয়েছে মানুষটা। খাওয়া-দাওয়ার সময় পাচ্ছে? নাকি বাজিয়েই যাচ্ছে। ওই যে, পাশের বাড়ির কাকিমা বলল, না বাজালে ঘর চলবে না।

সন্ধেবেলা চুপ করে বসে রয়েছে বউটা। অবিরাম কান্নার মতো বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। ওইতো, ওইতো বাজছে। ফিরে এলো সে? দেখতে পাবে তাঁকে পুজোর দিন? চমকিয়ে উঠলো বউটা। নাহ! মনের ভুল। কিন্তু, একমাসের পরিচিত মানুষটার জন্য মনটা বাইরের বৃষ্টির মতো কাঁদছে কেন?

পাশের বাড়ির কাকিমা সিঁথিতে আর গালে সিঁদুর দিয়ে গেল। আজ তো মা বাপেরবাড়ি ফিরে যাবে। ছোটোবেলা থেকেই এই দিনটায় খুব মন খারাপ করে নতুন বউয়ের। কিন্তু ওই যে পাশের বাড়ির কাকিমা, ওর মুখটা সিঁদুর দেওয়ার সময় খুশি খুশি ছিল কেন? ওর বরও তো ঢাক বাজাতে গিয়েছে। কিছুতেই বোঝে না নতুন বউটা এই খুশির কারণ।

পুজো কাটিয়ে এবার আকাশ হেসেছে। রোদ উঠেছে খুব। ওই, ওই কিসের আওয়াজ হচ্ছে? একমাস ধরে যে আওয়াজ শুনে বিরক্ত হয়েছে, সেটাই তো। আজ বিরক্ত লাগছে না কেন? কান্না পাচ্ছে তো। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উঠোনের মধ্যে অনাবিল আনন্দে ঢাক বাজানো লোকটাকে দেখছে আর কাঁদছে বউটা। পাশে ব্যাগের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে চাল, ডাল, বাবুদের না পরা পুরোনো শাড়ি, জামা।

দেখো আজ আর বৃষ্টি হচ্ছে না। চোখের কান্নাটা দেখে ফেলবে তো লোকটা। কী ভাববে বলোতো। এই, এই পোড়ামুখী বৃষ্টি, আজ আয় না, আয় না ঝেঁপে। কান্নাটা মিশে যাক তোর সাথে।